



7284 - আরাফার দিনেরে ফযলিত

প্রশ্ন

আরাফার দিনেরে ফযলিতগুলো ককি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আরাফার দিনেরে ফযলিতেরে মধ্যরে রয়েছে:

১. দ্বীন ও আল্লাহর নয়োমত পরপূরণ হওয়ার দিন:

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত য়ে, এক ইহুদী লোক তাঁকে বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদরে কতিবাবে এমন একটি আয়াত রয়েছে যদ আমরা ইহুদীদরে উপর এ আয়াতটি নাযলি হত তাহলে আমরা সবে দিনটিকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করতাম। তিনি বললনে: কোন আয়াতটি? সবে বলল: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ** [অর্থ- আজ আমি তোমাদেরে জন্ম তমোদরে দ্বীনকে পরপূরণ করলাম এবং তোমাদেরে উপর আমার নয়োমত সম্পূরণ করলাম।] [সূরা আল-মায়দো, আয়াত: ৩] উমর (রাঃ) বলনে: যবে দিন ও যবে স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর এ আয়াতটি নাযলি হয়েছে সেই দিন ও সেই স্থানটি আমরা জানি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমাবার আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলনে।

২. আরাফার মাঠে অবস্থানকারীদেরে জন্ম এটি ঈদেরে দিন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আরাফার দিন, কবেরবানীর দিন ও তাশরকিরে দিনগুলো আমরা মুসলমানদরে জন্ম ঈদ বা উৎসবরে দিন। এ দিনগুলো পানাহাররে দিন।” [হাদসিটি সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে] উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, তিনি বলনে: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ** শীর্ষক আয়াতটি নাযলি হয়েছে জুমার দিন, আরাফার দিন। আলহামদু ললিলাহ উভয় দিন আমাদেরে জন্ম ঈদ।

৩. এটি এমন একটি দিন যবে দিনকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা কসম করছেন:

মহান সত্তা মহানকে দিয়ে কসম করে থাকনে। এটি এমন দিন আল্লাহর বাণী: “আর পরতশিরুত দ্রষ্টা ও দৃষ্টরে” [সূরা



বুরুজ, আয়াত: ৩] এর মধ্যে যদেনিকবে বলা হয়েছে- দৃষ্ট। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “প্রতিশ্রুত দিনি হচ্ছে- কয়ামতের দিনি। আর দৃষ্ট দিনি হচ্ছে- আরাফার দিনি। আর দ্রষ্টা হচ্ছে- জুমার দিনি।”[সুনানে তরিমযি; আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

এটি হচ্ছে সে বজেডে যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা কসম করছেন তাঁর বাণী: “শপথ জেডে ও বজেডেরে” [সূরা আল-ফজর; আয়াত: ৩] আয়াতের মধ্যে। ইবনে আব্বাস বলেন: “জেডে হচ্ছে- ঈদুল আযহার দিনি। আর বজেডে হচ্ছে আরাফার দিনি।” ইকরমি ও দাহহাকও এ কথা বলেন।

৪. এই দিনি রোযা রাখলে দুই বছরের পাপ মচোন হয়:

আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিনি রোযা রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: “এটি বিগিত এক বছর ও আগত এক বছরের পাপ মচোন করে।”[সহি মুসলমি]

যারা হাজী নন তাদের জন্য এ রোযা রাখা সুন্নত। যারা হাজী তাদের জন্য আরাফার দিনি রোযা থাকা সুন্নত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিনি রোযা রাখেননি। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরাফার ময়দানে আরাফার দিনি রোযা রাখতে নিষিধে করছেন।

৫. এটি এমন দিনি যদেনি আল্লাহ তাআলা বনী আদম থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছেন:

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ নামানে -অর্থাৎ আরাফার ময়দানে- আদমের পৃষ্ঠদেশে থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। তিনি আদমের মরুদণ্ডে তাঁর যত বংশধরদের রেখেছেন তাদের সবাইকে বের করে এনে অণুর মত তাঁর সামনে ছড়িয়ে দেন। এরপর সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সকলে বলে: হ্যাঁ অবশ্যই; আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেনে কয়ামতের দিনি না বল, ‘আমরা তো এ বিষয়ে গাফলে ছিলাম। কিংবা তোমরা যেনে না বল, আমাদের পতিপুরুষরাও তো আমাদের আগে শরিক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শরিকের মাধ্যমে) যারা তাদের আমলকে বাতল করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭২-১৭৩] হাদিসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আলবানী হাদিসটিকে সহি বলছেন। অতএব, কতই না মহান সেই দিনি এবং কতই না মহান সে প্রতিশ্রুতি।

৬. এটি গুনাহ মাফের দিনি, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দিনি, আরাফাবাসীদের নিয়ে গটোর করার দিনি:

সহি মুসলমি আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “আরাফার দিনিরে চয়ে উত্তম এমন কোন দিনি নই যই দিনি আল্লাহ সবচয়ে বেশি বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন;



নশ্চয় তিনি নকিটবর্তী হন; অতঃপর তাদরেককে নিয়ে ফরেশেতাদরে কাছে গঠৌব করে বলনে: এরা কি চায়?”

ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে তিনি বলনে: নশ্চয় আল্লাহ আরাফাবাসীদরে নিয়ে ফরেশেতাদরে কাছে গঠৌব করে বলনে: আমার বান্দাদরে দকি তাকাও; তারা এলমেলো চুল ও ধুলমলনি হয়ে আমার কাছে এসছে।”[মুসনাদে আহমাদ; আলবানী হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আল্লাহই ভাল জাননে